# নারীর আধুনিকতা

• আনোয়ারা আজাদ

বসুন্ধরা সিটির লেভেল ছয়-এ একা একাই ঘুরছিলাম সেদিন। আমার সামনে সামনে হাঁটছিল চারটে অল্পবয়সী মেয়ে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি বরাবরই আমি বেশ মনোযোগী। তাদের কথা বলা, চলাফেরা, স্টাইল সব কিছুই খেয়াল করি। অতীতে চলে যাই। নিজে ওই বয়সে কেমন ছিলাম, কী করতাম সব চলে আসে সামনে। তাই ইচ্ছে করেই ওদের পেছন থেকে জায়গা বদলাচ্ছিলাম না। হাঁটছিলাম। তাদের উচ্ছ্বাস বেশ লাগছিল। সবার পরনেই ছিল টাইট জিন্স আর ফতুয়া, সামনে ওড়না মতোন একটা। হঠাৎ একটা মেয়ের কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

অ্যাই যাইত্যাম না, তোরা যা গিয়া!

সব্বোনাশ! এ কি কথা! কানের লতিতে আছড়ে পড়ল! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। মুখটা দেখার জন্য পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে গেলাম। অপূর্ব চারটি মেয়ে। কিন্তু 'অ্যাই যাইত্যাম না' শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরটা 'উফ্' করে উঠল! কাঁধের ব্যাগ আঁকড়ে ধরে বড় বড় পা ফেলে ওদের পেছনে রেখে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। ভুল করেও আর পেছনে তাকালাম না।

মনে আছে স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বাড়িতে ব্যবহৃত নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা এড়িয়ে কী করে পরিষ্কার এবং শুদ্ধ ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠব সেই প্র্যাকটিস করতাম আমরা। কেউ চমৎকার করে কথা বললে তাকে আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ বাড়িতে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হোক, কিন্তু বৃহত্তর পরিবেশে এর চর্চা কি আধুনিকতার সংজ্ঞায় পড়ে? নিশ্চয়ই পড়ে না। জিন্সের প্যান্টের সঙ্গে বাক্যটি কি সমান্তরালভাবে যায়? যায় না। যদিও বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, লেটেস্ট স্টাইলের পোশাক পরলেই সে আধুনিক। একদম ভুল ধারণা। আর এ রকম ভ্রান্ত ধারণা নারীদের ভেতরেই বেশি বিকশিত হয়ে থাকে। কারণ মার্কেটে আধুনিক পণ্যের সমাহার বেশি নারীদের জন্যই! নানা রকম পণ্য ব্যবহারে সে নিজেকে আধুনিক করে তোলার প্রয়াস করে মাত্র কিন্তু আধুনিক হয়ে ওঠে না।

বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণে অসুন্দর একজন মানুষকেও কী রকম আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে তার বহু নজির আছে। মুখের ভাষা নিয়ে বন্ধু মহলে আড্ডার সময় বেশ কয়েকটি মজার ঘটনা প্রায়ই উঠে আসে। একটি বলি এখানে– যুবক বয়সে এক বন্ধু নিউমার্কেটের চড়া রোদ উপেক্ষা করে এক অপূর্ব সুন্দরী, সুসজ্জিতা মেয়ের পেছনে পেছনে ঘুরছিল। মেয়েটি যেখানে যেখানে যাচ্ছিল, বন্ধুও সেখানেই দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র দেখার ছল করছিল। বেশ কিছু সময় ধরে এ রকম চলার পর মেয়েটির খুব কাছে দাঁড়ানোর সুযোগ হলো বন্ধুটির। এক দোকানে মেয়েটি জিনিসপত্র নেড়ে-চেড়ে দেখার একপর্যায়ে দোকানদার তাকে দাম বলার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি প্রায় চিৎকার করে

হাল ফ্যাশনে অভ্যস্ত এবং যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা থাকার পরও অনেক নারীরই মনমানসিকতা এতটাই পুরনো মনে হয় যে বন্ধুত্ব করার পথ উন্মুক্ত থাকে না। আধুনিক গেটআপে থাকলেও ত্রিশ বছর আগের সনাতনী ধারণায় সে বন্দি থাকে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার মানসিকতাও পোষণ করে না

বলে ওঠে, কিল্লাই, কিল্লাই এত দাম! শব্দটি কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুটির হৃদয় ভেঙেচুরে একদম তছনছ! সে এতটাই মর্মাহত হয়েছিল যে, বুক চেপে মুখ ঘুরিয়ে বলতে গেলে দে দৌড়। এরপরই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল মুখের ভাষা না শুনে আর কোনো নারীর পিছে...।

তাহলে হাল ফ্যাশনের পোশাক কিংবা অন্যান্য আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হলেই যে একজন মানুষ আধুনিক হয়ে উঠছে না তা স্পষ্ট। একজন মানুষকে আধুনিক হতে হলে প্রথমেই যে যোগ্যতাটুকু তাকে অর্জন করতে হবে তা হলো চমৎকার করে কথা বলা। কারণ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রথমেই মানুষকে কথা বলতে হয়। মুখ খুলতে হয়। আর মুখ খুলেই যদি 'কিল্লাই' জাতীয় শব্দ বের হওয়ার চর্চা থাকে তাহলে আর কী! হয়ে গেল! সেটা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। আধুনিক হওয়ার সঙ্গে একজন ব্যক্তির শিক্ষা, পোশাক, ভাষা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছুর মিশেল থাকতে হবে। এরপরই মানুষের জীবনযাপন, রুচি, সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম সেটা বিবেচনা করে তাকে আধুনিক হিসেবে মূল্যায়ন করতে হয়।

যাই হোক, ফ্যাশনের ক্ষেত্রে যদিও নারীরাই এগিয়ে কিন্তু সত্যিকারের আধুনিক নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই পিছিয়ে আছে বলে আমার ধারণা। হাল ফ্যাশনে অভ্যস্ত এবং যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা থাকার পরও অনেক নারীরই মন মানসিকতা এতটাই পুরনো মনে হয় যে বন্ধুত্ব করার পথ উন্মুক্ত থাকে না। আধুনিক গেটআপে থাকলেও ত্রিশ বছর আগের সনাতনী ধারণায় সে বন্দি থাকে। সেখান থেকে বের হয়ে আসার মানসিকতাও পোষণ করে না। আমাদের এক বান্ধবী চেহারায়, পোশাকে অনেকটাই আধুনিক, কথায় কথায় নারীবাদী বিষয়ক কথা বলে, ব্রা পুড়িয়ে দেয়ার উল্লেখ করে, পুরুষদের তুলাধোনা করে কিন্তু সামান্যতম কোনো সমস্যায় একেবারে জের-বার হয়ে সাহায্যের জন্য সেই পুরুষেরই দ্বারস্থ হয়! হায় ভগ্নি! সর্বকাজে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই কি আধুনিকতা নয়?

আসলে মানুষের ভাবনা-চিন্তার বিকাশ না হলে, উন্নতি না হলে তাকে আধুনিক বলার কোনো অর্থ থাকে না। শিক্ষা, শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাবনা-চিন্তার যদি আমূল পরিবর্তন না আসে তাহলে আধুনিকতা কোথায়? নারীদের বেশিরভাগই এখনও নতুন পরিচয়ে প্রথম প্রশ্নটাই করে, 'আপনার হাজব্যান্ড কী করে, বাচ্চা কয়টা'! ডিসগাস্টিং। যার এসব নেই তার আত্মাটা লাফ দিয়ে কোথায় যায় বলুন!

এ ধরনের মানসিকতা যে সামাজিক মূল্যবোধকে পেছনে ঠেলে দেয়, এগিয়ে নিয়ে যায় না আমাদের বুঝতে হবে। এটা অনেকটাই রক্ষণশীল মনোভাব। যুগের পর যুগ ধরে কুসংস্কার আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধানের তত্ত্ব এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার নাম আধুনিকতা নয়। এগুলো ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে চলার নাম আধুনিকতা। যুগে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি

মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেয়াটাই আধুনিকতা। আপনি গুগল সার্চ করে ঔষধি গুণাগুণ জানার চেষ্টা করবেন আর কিছু হারিয়ে গেলে পানি পড়া দিয়ে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন, তা কী করে হয়?

এখনকার মেয়েরা টাইট জিন্স যেমন পরছে, হাল ফ্যাশনের টাইট বোরখাও দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য ফ্যাশনের তুলনায় টাইট বোরখার ফ্যাশন এখন তুঙ্গে। ঢাকা শহর এখন ঢেকে যাচ্ছে বোরখায়। বোরখাটা কি তাহলে আধুনিক একটি পোশাকে পরিণত হতে যাচ্ছে? আমার মনে হয় না। এখানে যে মানসিকতাটুকু কাজ করছে সেটা মোটেও আধুনিক নয়! জীর্ণ, পুরনো, এক ধরনের গোঁড়ামি। তাহলে টাইট কিংবা নানারকম সূচি কাজকর্ম করা বোরখাটা পুরনো মানসিকতার সঙ্গে আধুনিক একটা লুক দেয়ারই বৃথা চেষ্টা! মানসিকতা তো সেই সনাতনই! এই মানসিকতা কী নারী জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে, নাকি পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? যদি পেছনের দিকে ঠেলে নিতে চায় তাহলে খুবই সর্বনাশের কথা! অনেক টাইট বোরখা পরা নারীকে দেখেছি চড়া রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করতে। চোখ টেনে কাজল দিতে এবং উঁচু করে খোঁপা করতে। বোরখার সঙ্গে এরকম কম্বিনেশনের বিষয়টা বুঝতে পারি না।

আবার অনেক নারীকেই বলতে শুনেছি, আমার যেমন খুশি যেমন ইচ্ছা তেমন পোশাক পরব, তাতে অন্যের কি। এমন বাক্য বলে কি সে নিজেকে চূড়ান্ত আধুনিক বলে দাবি করতে চায়? তাহলে বলতেই হয় যে, আধুনিক হতে তার আরো অনেক সময় লাগবে। নারী পোশাকে নয়, মনে-প্রাণে চিন্তা-ভাবনায় কাজে-কর্মে শিক্ষা-দীক্ষায় যখন তার জীবনযাত্রা পাল্টাবে শুধু তখনই সে একজন আধুনিক নারী হয়ে উঠতে পারবে। ■

কনফেশন

# যা করেছিলাম তা অনেকের দৃষ্টিতে পাপ বা অন্যায়

আজ থেকে সাত বছর আগে, মেডিক্যালের সেকেন্ড ইয়ারে আমি। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। হলুদের ঠিক আগের সন্ধ্যায় ঘটল আমার জীবনের সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা। কিন্তু এখন কেন জানি মনে হয় ঘটনাটা ঘটুক, আমিও বোধহয় চাচ্ছিলাম। কেননা আমার মধ্যে এই নিয়ে কোনো গ্লানি কাজ করে না। কোনো পাপবোধও নেই।

তারা ছিল আমাদের প্রতিবেশী। সে ছিল তুখোড় খেলোয়াড়, সুদর্শন, সব কাজের কাজী। শুধু পড়াশোনায় অত ভালো ছিল না, তবে ম্যাথসে সে নাকি সবাইকে টেক্কা দিতে পারত আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরটায়। আর আমি শুধু পড়াশোনাই করতে পারি। বলতে নেই, ভালো ছাত্রীই ছিলাম। আমাদের ছোট্ট শহরটায় যে মেডিক্যাল কলেজ ছিল সেটাতেই যখন আমি একবারে চান্স পেয়ে গেলাম, তখন সবাই খুব অবাকই হয়েছিল। সে পড়িয়েছে আমাকে কিছুদিন। আমাদের মধ্যে প্রেম হলেও হতে পারত। কিন্তু কেন জানি প্রেম হয়নি। সে আমাকে তুই করে বলত আর আমি তুমি। সে ছিল আমার চেয়ে সিনিয়র। তিন বছরের বড়। আমার ভাইয়ের বন্ধু হওয়ার সুবাদে তাকেও ভাই ডাকতাম। সে ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করছিল শহরেরই এক নামি কলেজে। ধরা যাক, তার নাম 'ক'।

মেডিক্যালে পড়ার পরও আমার বাবা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভালো পাত্র পেয়ে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। মা, বড় ভাই-বোন সবাই রাজি। আমি গাইগুই করলেও আমার হবু বরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রাজি হয়ে গেলাম। এক দেখাতেই তাকে আমার পছন্দ হলো। সেও আমাকে পছন্দ করেছে জানাতে দ্বিধা করল না। শুরু হলো বিয়ের তোড়জোড়। কেনাকাটা, বিয়ের আয়োজন সবকিছুই আমার সঙ্গে কথা বলে সবাই করছে। আমার ভাই খাটাখাটুনি দৌড়ঝাঁপ করছে তার বন্ধুদের নিয়ে। এর মধ্যে ক-ও আছে। ক-দের বাড়ি আমাদের পাশেই হওয়ায় সে প্রায় সারাদিনই আমাদের বাড়ি থাকে। কখনো দুপুরে আবার কখনো রাতে আমাদের বাড়িতেই খায়, এমনকি ভাইয়ার সঙ্গে ঘুমায়ও। পরপর সব অনুষ্ঠান, এনগেজমেন্ট, হলুদ। ব্যস্ততার শেষ নেই।

ক-য়ের সঙ্গে আমি বা সেও আমার সঙ্গে ফ্রি ছিল। সে আমাকে জিজ্ঞেস করত, কিরে বর পছন্দ হয়েছে? আমিও উত্তর দিতাম– হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে। আবার কখনো জিজ্ঞেস করত, এতদূরে যাবি খারাপ লাগবে না! কিংবা তোর পড়ালেখা শেষ করিস, না হলে খালাম্মা-খালু কষ্ট পাবে। আমিও কখনো উত্তর দিতাম আবার কখনো চুপ করে থাকতাম।

দেখতে দেখতে এনগেজমেন্টের দিনটিও এসে গেল। এনগেজমেন্টের দিন বেশ ছোটাছুটি করল সে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, একটু বেশি বেশি করছে। ক-এর ছোটাছুটি দেখে বরপক্ষের কয়েকজন জিজ্ঞেস করেই ফেলল ছেলেটা কে? অনুষ্ঠান শুরুর আগে সাজগোজ করে নিজের ঘরে বসে আছি, কেউ এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ছেলের বাড়ির লোকজনদের চা-নাশতা পর্ব শেষ হলেই আমি যাব, আংটি পরানো হবে। হঠাৎ ক ঝড়ের বেগে ঢুকল। আমার পড়ার টেবিলের কাছে গিয়ে আবার ফেরত এসে বলল, কী দেখলি এই ছেলের মধ্যে তুই? এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে গেলি! একটু থেমে মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, তোকে যে কী সুন্দর লাগছে, মনে হচ্ছে...

সে আর কথা শেষ করতে পারেনি, কেউ চলে এসেছিল আমাকে নিতে। ক-এর চোখে দেখেছিলাম অদ্ভুত দৃষ্টি। আমি অবাকও তেমন হইনি। সবকিছু ঠিকঠাক মিটে গেল। চলে এলো সেই দিন।

গায়ে হলুদের ঠিক আগের সন্ধ্যায় সে ফোন দিয়ে আমাকে বলল, তুই একটু আয় তো, কথা আছে।

ওদের বাসাটা ছিল খুব সুন্দর। সারা বাড়িতে অনেক গাছপালা, ফল-ফুলের গাছ। একলা-দোতলা মিলে ওরা থাকলেও সারা বাড়িতে লোক বলতে তিনজন আর অনেকগুলো কাজের লোক। ক থাকত ছাদের ঘরে। আমি সেই সন্ধ্যায় গেলাম। দীর্ঘদিনের পুরনো বুয়া বলল, সে তার ঘরেই আছে। তার ঘরে বহুবার গিয়েছি আগেও। গিয়ে দেখলাম, ঘর অন্ধকার করে সে শুয়ে আছে। সারাঘরে সিগারেটের তীব্র গন্ধ আর ধোঁয়া। আমি কাছে দাঁড়াতেই হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরল। বলল, লাইট দিস না। আমি খুব একটা অবাক হলাম না। আমি যেন জানতামই এমন কিছু একটা হবে। আমি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াতেই ক বলতে শুরু করল, আমি জানি না আমার কেন এমন হচ্ছে। আমার আগে কখনো তোকে দেখে এমন মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে তোকে ছাড়া আমার চলবে না। বিয়েটা ভেঙে দেয়া যায় না?

না, আমার বিয়ে হয়েছিল সেই ছেলের সঙ্গেই। কিন্তু সেই দিন, সেই সন্ধ্যায় আমার আর ক-এর মধ্যে এমন কিছু হয়েছিল, যা পৃথিবীর সব নারী-পুরুষ ভালবাসলে তাদের মধ্যে হয়, যা সৃষ্টির উৎস, যা না হলে এই পৃথিবীই নিষ্ফলা থেকে যেত। আমার বিয়ে ভালোভাবেই হয়েছিল। শুধু বিয়ের দিন হঠাৎ জরুরি কাজে ক ঢাকায় চলে গিয়েছিল।

এরপরও আমাদের দেখা হয়েছে। আমরা কেউ কারো সঙ্গে ওইদিনের কথা তুলি না। আমরা জানি আমরা যা করেছিলাম তা অনেকের দৃষ্টিতে পাপ বা অন্যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি না।

**–ইশরাত জাহান, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া**